(দা'ওয়াতে ইসলামী)

রিসালা নং: ৪২

সাপের বেশে জিন

গড়িছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অন্যান্য ঘটনা

- বড় বড় চোখ বিশিষ্ট মানুষ
- বিপদ দূর হওয়ার আমল
- নিদ্রা দূর করার বিস্ময়কর ব্যবস্থাপত্র
- কামিল পীরের বাইয়াত ভঙ্গ করার বিভিন্ন ক্ষতি
- কাদেরী সিলসিলার অনুসারীদের জন্য সুসংবাদের বাগদাদী ফুল
- মুরশিদের ১৬টি হক

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সাপের বেশে জিন

শয়তান আপনাকে লাখো অলসতা দিবে তবুও আপনি এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনার অন্তর আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, শাহে বনী আদম, রাসূলে মুহতাশাম, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখেছে, যতদিন পর্যন্ত ঐ কিতাবে আমার নাম বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত ফিরিশ্‌তারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।" (আল মু'জামুল আওসাত, ১ম খন্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ওলীদের সরদার, ছরকারে গাউছুল আযম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আপন মাদ্রাসার ভিতর এক ইজতিমায় বয়ান করছিলেন। এমন সময় ছাদ থেকে একটি সাপ তাঁর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উপর পতিত হলো।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

শ্রোতারা দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলো চতুর্দিকে ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। কিন্তু ছরকারে বাগদাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের জায়গা হতে একটুও নড়লেন না। সাঁপ তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জামার ভিতর প্রবেশ করে তাঁর সমস্ত শরীর ঘুরে জামার গলার দিক দিয়ে বের হয়ে তাঁর গর্দান শরীফের সাথে ঝুলে গেলো। উৎসর্গ হয়ে যান! আমার মুরশিদ শাহানশাহে বাগদাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উপর, কেননা তিনি বিন্দু পরিমাণ ভীত হলেন না আর নিজের বয়ানও বন্ধ করলেন না। শেষ পর্যন্ত সাঁপটি মাটিতে নেমে আসলো এবং লেজের উপর দাঁড়িয়ে কিছু বলে চলে গেলো। মানুষেরা একত্রিত হয়ে আরয করলো: "হুযুর! সাঁপ আপনার সাথে কি কথা বলেছে?" তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: "সাপ বললো, আমি অনেক **আল্লাহ্**র ওলীদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কে পরীক্ষা করেছি কিন্তু আপনার মত মজবুত কাউকে পাইনি।"

(বাহজাতুল আসরার লিশ শাতনুফী, ১৬৮ পৃষ্ঠা)

ওয়াহ কিয়া মরতাবা এ গাউছ হে বালা তেরা,
উঁচে উঁচো কে ছরো ছে কদম আ'লা তেরা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, সেটা সাধারণ কোন সাঁপ ছিলো না বরং সাঁপের বেশে জিন ছিলো, যে আমাদের গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পরীক্ষা নেয়ার চেষ্টা করেছিল। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তিনি আপন অবস্থার উপর দৃঢ় ও অটল রইলেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

(২) বড় বড় চোখ বিশিষ্ট মানুষ

ঐ সাপের বেশে জিনের আর একটি ভয়ানক ঘটনা শুনুন এবং গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইবাদতে অটলতার উপর বিশ্বাস রেখে মাথা নত করে দিন। যেমনিভাবে হুযুর শাহানশাহে বাগদাদ ছরকারে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "একদা আমি জামে মনছুরে নামায রত ছিলাম। এমন সময় ঐ সাঁপ এসে আমার সিজদার জায়গাতে মাথা রেখে মুখ খুলে হা করে রইলো। আমি সেটাকে সরিয়ে সিজদা আদায় করলাম। কিন্তু সেটা আমার ঘাড় বেয়ে এক আস্তিন দিয়ে প্রবেশ করে অন্য আস্তীনের ভিতর দিয়ে বের হয়ে আসলো, নামায সম্পন্ন করার পর যখন আমি সালাম ফিরালাম তখন সে অদৃশ্য হয়ে গেলো। ২য় দিনে যখন আমি আবার ঐ মসজিদে প্রবেশ করলাম তখন বড় বড় চোখ বিশিষ্ট একজন মানুষ আমার দৃষ্টিগোছর হলো। আমি তাকে দেখে অনুমান করলাম যে, "এই লোকটি মানুষ নয়, বরং কোন একজন জিন হবে। ঐ জিন আমাকে বলতে লাগলো, "আমি আপনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঐ ব্যঘাত সৃষ্টিকারী সাঁপ। আমি সাঁপের আকৃতিতে অনেক আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে পরীক্ষা করেছিলাম, কিন্তু আপনার মত অবিচল কাউকে পাইনি। অতঃপর ঐ জিন তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর হাত মোবারকের উপর হাত রেখে তাওবা করে নিলো। **(বাহজাতুল আস্‌রার, ১৬৯ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

হুয়ে দেখ কর তুঝ কো কাফির মুসলমাঁ,
বনে সাঙ্গ দিল মৌম ছা গাউছে আযম। (কাবালায়ে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের কামিল মুরশিদ, ছরকারে বাগদাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কতইনা মহান শান! আহ্! একদিকে: আমাদের নামাযের অবস্থা এমন যে, আমাদের শরীরে যদি মাছিও বসে তবে আমরা অস্থির হয়ে যাই। সামান্য চুলকানীও আমাদের সহ্য হয় না। এই ঘটনা থেকে এটাও জানা গেলো, জিনও আমাদের গাউছুল আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর গোলাম হয়ে যায়।

(৩) শয়তানের ভয়ানক আক্রমণ

ছরকারে বাগদাদ হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একদা আমি কোন জঙ্গলের দিকে রওনা হলাম, সেখানে কয়েক দিন অবস্থান করলাম। খাওয়ার ও পান করার কিছুই ছিলো না। খুব তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লাম। ঐ সময় আমার মাথার উপর একটি মেঘের টুকরা প্রকাশ পেলো এবং কয়েক ফোটা বৃষ্টির পানি পতিত হলো যা আমি পান করলাম। এরপরে মেঘ হতে হঠাৎ একটি নূরানী আকৃতি প্রকাশ পেলো। যার ফলে আসমানের এক পার্শ্ব আলোকিত হয়ে গেলো এবং তা থেকে একটি আওয়াজ বের হলো! "হে আব্দুল কাদের! আমি তোমার প্রতিপালক! আমি আজকে থেকে তোমার জন্য

সকল অবৈধ কাজকে বৈধ করে দিলাম।" এটা শুনে আমি, اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ (অর্থাৎ আমি **আল্লাহ্**র কাছে বিতাড়িত শয়তানের প্রতারণা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি) পড়লাম, সাথে সাথে সমস্ত আলো একেবারে বিলীন হয়ে গেলো এবং সে ধোঁয়ার রূপ ধারণ করলো ও আওয়াজ আসলো: "হে আব্দুল কাদের! ইতিপূর্বে আমি সত্তরজন আউলিয়ায়ে কিরামকে এই ভাবে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছি। কিন্তু আজ তোমার জ্ঞান তোমাকে রক্ষা করেছে।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: "আমি বললাম: হে অভিশপ্ত! আমাকে আমার জ্ঞান নয় বরং **আল্লাহ্ পাকে**র দয়াই আমাকে বাঁচিয়েছে।" (বাহজাতুল আসরার, ২২৮ পৃষ্ঠা)

হোঁ ঈমান কে সাথ দুনিয়া ছে রুখসত,
ইয়েহী আরয হে আখিরী গাউছে আজম। (কাবালায়ে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চোর ঐখানে আসে যেখানে সম্পদ থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকৃতপক্ষে শয়তান খুব চালাক ও প্রতারক, সে বিভিন্ন নযরবন্দী ও ভেল্কিবাজি দেখায়, তার ধোঁকা থেকে আমাদেরকে সর্বদা সজাগ থাকা চাই। আপন জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর কোন রকম নির্ভর না করে বরং **আল্লাহ্ পাকে**র দয়া ও অনুগ্রহের উপর পূর্ণ দৃষ্টি রাখা চাই। যার কাছে সম্পদ রয়েছে তার কাছে চোর আসে, আর যার কাছে ঈমান নামক সম্পদ থাকবে তার কাছে ঈমান

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

লুন্টনকারী শয়তান অবশ্যই আসে। যার ঈমান যত বেশি মজবুত হবে তার কাছে নেকীর ভান্ডারও অধিক হবে এবং শয়তানও তার উপর খুব জোর খাটাবে। আমাদের পীর ও মুরশিদ হুযুরে গাউছে আযম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর কাছে ঈমান ও আমলের ভান্ডার দেখে অভিশপ্ত শয়তান বারবার ডাকাতি করার অপচেষ্টা করেছিলো, কিন্তু সে ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়েছে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) শয়তানের আরো আক্রমণ

পীরদের পীর, পীরে দস্তগীর, রওশন যমীর, কুতুবে রব্বানী, মাহবুবে ছোবহানী, পীরে লাছানী, গাউছুস সামদানী, পীরে পীরা, মিরে মীরা আশ্শায়খ সায়্যিদ আবু মুহাম্মদ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ নি'য়ামতের প্রকাশ ও ভালবাসা পোষণকারীদের উপদেশের জন্য ইরশাদ করেছেন: "যে সময় আমার দিবারাত্রি জঙ্গলে কাটতো, সে সময় শয়তান ভয়ানক আকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র সস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে দল বেঁধে আমার উপর আক্রমণ চালাতো, এমন কি আমার উপর আগুন পর্যন্ত বর্ষন করতো, আমি **আল্লাহ্ তায়ালার** সাহায্যে তাদের পিছনে দৌড় দিলে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পালিয়ে যেতো। কখনো শয়তান একা এসে আমাকে বিভিন্ন ভাবে ভয় দেখাতো; ধমক দিতো, আর বলতো এখান থেকে চলে যাও। আমি

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

তাকে খুব জোরে থাপ্পড় মারলে সে পালিয়ে যেতো। অতঃপর আমি, لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم পড়লে সে জ্বলে যেতো।

(বাহজাতুল আসরার, ১৬৫ পৃষ্ঠা)

দিল পে কান্দাহ হো তেরা নাম কেহ উহ দুজদে রজীম,
উলটে হী পাও ফিরে দেখ কে তুগরা তেরা। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫) অদৃশ্য হাত

হুযুরে গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একদা ভয়ংকর আকৃতি বিশিষ্ট এক লোক যার শরীর থেকে বিশ্রী দূগর্ন্ধ বের হচ্ছিলো, সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো: আমি ইবলিস! আপনার খিদমত করার জন্য উপস্থিত হয়েছি। কেননা আপনি আমাকে আর আমার অনুচরদের পরাস্ত করে দিয়েছেন। আমি বললাম: দূর হয়ে যা, কিন্তু সে চলে যেতে অস্বীকার করলো। ইতিমধ্যে একটি অদৃশ্য হাত প্রকাশ পেলো, যা তার মাথার উপর এমন জোরে আঘাত করলো, যার ফলে সে জমীনে ধ্বসে গেলো। কিন্তু পরক্ষণেই সে আগুনের স্ফুলিঙ্গ হাতে নিয়ে আমার উপর আক্রমণ করলো, এমন সময় নিকাব পরিহিত সাদা ঘোড়ার উপর এক আরোহী ব্যক্তি উপস্থিত হলেন, আর তিনি আমাকে একটি তলোয়ার দিলেন। তা দেখে শয়তান ভয়ে পলায়ন করলো। **(বাহজাতুল আসরার, ১৬৬ পৃষ্ঠা)**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

বাদালো ছে কাহী রুকতী হে কাড়ুকতী বিজলী,
ঢালে ছাট জাতী হে উঠতো হে জো তেইগা তেরা।
(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬) শয়তানের জাল

ছরকারে বাগদাদ হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি দেখলাম যে, শয়তান দূরে বসে নিজের মাথার উপর মাটি দিচ্ছে, আর কাঁদতে কাঁদতে বলছে: হে আব্দুল কাদের! আমি আপনার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেলাম। আমি বললাম: হে অভিশপ্ত! দূর হও, তুমি যত মায়া কান্নাই করনা কেন আমি কখনো তোমার ব্যাপারে নির্ভীক হবো না। শয়তান বললো: আপনার এই কথাটিই আমার সবচেয়ে বেশি অপ্রিয়। এরপরে সে আমার উপর অনেক ফন্দি ছলছাতুরি প্রকাশ করলো, আর আমি জিজ্ঞাসা করাতে সে বললো: এই হল দুনিয়ার জাল, যা দিয়ে আমি আপনার মত লোকদের শিকার করি, আমি এক বছর পর্যন্ত আপনাকে আমার এ জালে আটকানোর চেষ্টায় রত ছিলাম কিন্তু ইতিমধ্যে আমার সমস্ত জাল নষ্ট হয়ে গেলো। অতঃপর আমার চতুর্দিকে অনেক উপকরণ প্রকাশ পেলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এটা কি? উত্তরে সে বললো: এগুলোই আপনার সাথে সম্পর্কিত সৃষ্টজীবের উপকরণ (অর্থাৎ- সৃষ্টজীবের ভালবাসা ইত্যাদি)। সুতরাং এ মাধ্যম অবলম্বন করেও আমি এক বছর চেষ্টা করলাম, কিন্তু এসকল ফন্দিও নষ্ট হয়ে গেলো। **(বাহজাতুল আসরার, ১৬৬ পৃষ্ঠা)**

জিস কো লালকার দে আতা হো তো উল্টা ফির জায়ে,
জিস কো চুমকারলে হার ফির কে উহ তেরা তেরা।
(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা পরিত্যাগ না করা চাই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবিকই নফস ও শয়তানকে পরাজিত করা এত সহজ কাজ নয়। আমাদের গাউছুল আজম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শয়তানের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বছরের পর বছর চেষ্টা ও সাধনা করেছেন, এখানে ওইসব লোকদের জন্য বড়ই শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে, যারা অল্পতে সাহস হারা হয়ে যায় এবং বলে থাকে আমি তো অনেক চেষ্টা করেছি, অনেকদিন মাদানী পরিবেশে আশিকে রাসুলদের সঙ্গ অবলম্বন করেছি, মাদানী কাফেলাতেও সফর করেছি, কিন্তু নফস্ শয়তানের কবল হতে মুক্ত হতে পারিনি। **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমতের উপর ভরসা রেখে সংশোধনের জন্য সারা জীবন চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

তু কুওত দে ম্যায় তনহা কাম বিস ইয়ার,
বদন কমজোর দিল কাহিল হে ইয়া গাউছ।
(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(৭) শীতের একরাতে ৪১বার গোসল

"বাহজাতুল আসরার শরীফে" বর্ণিত রয়েছে: ছরকারে বাগদাদ, হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি "করখ" এর জঙ্গলে বছরের পর বছর অবস্থান করছি। গাছের পাতা ও ফলমূল খেয়ে দিনযাপন করতাম, আমার পরিধানের জন্য একজন লোক প্রত্যেক বছর পশমী কাপড়ের একটি জুব্বা দিয়ে যেত, যা আমি পরিধান করতাম। আমি দুনিয়াবী ভালবাসা থেকে মুক্তির জন্য হাজারও চেষ্টা করলাম, এ উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ ছিলাম। আমার চুপ থাকার কারণে অনেকে আমাকে বোবা, মূর্খ এবং পাগল বলতো। আমি কাঁটার উপর খালি পায়ে চলাফেরা করতাম। ভয়ানক গুহা সমূহে আর ভয়ংকর উপত্যকায় নিঃসংকোচে প্রবেশ করতাম। দুনিয়া সুন্দর সাজে সজ্জিত হয়ে আমার সামনে প্রকাশ হতো। কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি তার দিকে মোটেও দৃষ্টি দিতাম না। আমার নফস অসহ্য হয়ে কখনো কখনো আমার কাছে তার অক্ষমতা প্রকাশ করে বলতো: আপনার যা মর্জি হয় তাই করুন, আবার কখনো আমার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে যেতো। **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাকে তার উপর বিজয় দিতেন। আমি অনেক দিন **"মাদায়েন"** এর বিরাণ ভূমিতে ছিলাম এবং নিজের নফসকে সর্বদা সাধনায় রত রেখেছিলাম। এক বছর পর্যন্ত পতিত খাদ্যদ্রব্য আহার করতাম আর মোটেও পানি পান করতাম না। পরের এক বছর পর্যন্ত কেবল পানি পান করে অতিবাহিত

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

করলাম। পতিত খাদ্যদ্রব্য কিংবা কোন খাবার আহার করতাম না। পরের এক বছর পর্যন্ত পানাহার ব্যতিত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটালাম। আমি নানা রকম কঠিন পরীক্ষার সম্মূখীন হতাম, যেমন একদিন প্রচন্ড শীতের রাতে আমার কাছ থেকে এই পরীক্ষা নেয়া হলো যে, বারবার চোখে ঘুম আসতো আর আমার উপর গোসল ফরয হয়ে যেতো। আমি তৎক্ষণাৎ নদীতে এসে গোসল করতাম। এভাবে ঐ এক রাতে আমি চল্লিশ বার গোসল করেছিলাম। (বাহজাতুল আসরার, ১৬৫ পৃষ্ঠা)

কাহা তো নে জু মাঙ্গুগে মিলেগা, রযা তুঝ ছে তেরা সায়িল হে ইয়া গাউছ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিপদ দূর হওয়ার আমল

হযরত আল্লামা ইমাম শারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **"তাবকাতে কুবরা"**র মধ্যে হুযুরে গাউছুল আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এ পবিত্র বাণী বর্ণনা করেন: প্রাথমিক পর্যায়ে আমার উপর দিয়ে অনেক কঠিন মুহুর্ত অতিক্রম হয়েছে। আর তা যখন কঠোরতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো, আমি দূর্বল হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লাম আর আমার মুখে কুরআনে পাকের এ দু'টি আয়াতে মোবারকা জারী হয়ে গেলো:-

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ﴿۵﴾
اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ؕ﴿۶﴾

<u>কানযুর ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: সুতরাং নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে, নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (পারা: ৩০, সূরা: আলাম নাশরা, আয়াত: ৪-৫)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এ আয়াত সমূহের বরকতে সকল বিপদ আমার কাছ থেকে দূর হয়ে গেলো। (আত্ তাবকাতুল কুবরা, ১ম খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকর, বৈরুত)

ওয়াহ কিয়া মরতবা এ গাউছ হে বালা তেরা,
উঁছে উঁছো কে ছরো ছে কদম আলা তেরা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমরাও প্রচেষ্টা করি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা উল্লেখিত ঘটনা সমূহে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, আমাদের গাউছুল আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আপন প্রতিপালকের নৈকট্য অর্জনে, আপন নানাজান **হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সন্তুষ্ট করতে, নফস শয়তানের উপর বিজয় লাভ করতে, দুনিয়ার ভালবাসা হতে মুক্ত হতে, গুনাহের রোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে, **আল্লাহ্**র সৃষ্টি জগতকে সঠিকপথ দেখাতে, মুবাল্লিগ হওয়ার সম্মান অর্জন করতে, নেকীর দাওয়াতের মাধ্যমে দুনিয়া জুড়ে বিপ্লব সৃষ্টি করতে, আর অসংখ্য কাফিরকে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করানোর জন্য বছরের পর বছর কি রকম রিয়াযত করেছেন। সুতরাং আমরা হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মত কষ্ট তো করতে পারবো না, তবে সাহস না হারিয়ে যথা সম্ভব প্রচেষ্টা করতে পারি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" **(তাবারানী)**

সাচ হে ইনসান কো কুচ কুকে মিলা করতা হে,
আপ কো কুইকে তুঝে পায়ে গা জাও ইয়া তেরা। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮) ২৫ বছর জঙ্গলে

ছরকারে বাগদাদ হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ভালোবাসার সিক্ত ইসলামী ভাইয়েরা! **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইরাকের বন জঙ্গলে ইবাদত ও রিয়াযতে ২৫ বছর অতিবাহিত করেছেন। আহ! যদি আমাদেরও আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য গ্রাম হতে গ্রামে, শহর হতে শহরে, দেশ হতে দেশান্তরে সফরকারী মাদানী কাফেলা সমূহে আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা সৌভাগ্য নসীব হয়ে যেতো।

কোয়ী সালিক হে ইয়া ওয়াসিল হে ইয়া গাউছ,
উহ কুচ ভি হো তেরা সায়িল হে ইয়া গাউছ। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৯) মাটি থেকে খুজে খুজে পতিত টুকরা আহার করা

ছরকারে বাগদাদ হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "যখন আমি শহরের দিকে খাবার অন্বেষনের জন্য পতিত খাদ্য টুকরা

কিংবা জঙ্গলের কোন ঘাস বা পাতা উঠাতে চাইতাম কিন্তু অন্যান্য ফকীরদের সেটার অন্বেষন করতে দেখতে পেয়ে আপন ইসলামী ভাইদের প্রতি আত্মত্যাগ করে তা উঠানো হতে বিরত থাকতাম যাতে তারা তা নিতে পারে আর নিজে ক্ষুধার্ত থাকতাম। একবার যখন ক্ষুধার কারণে সীমাহীন দূর্বল হয়ে মৃত্যু পথ যাত্রী হয়ে গেলাম, তখন আমি ফুলওয়ালা বাজার থেকে মাটিতে পতিত একটি খাদ্যের টুকরা নিয়ে এক পাশে গিয়ে খাওয়ার জন্যে বসে গেলাম, এমন সময় আমার কছে একজন অনারবী যুবক আসলো, তার নিকট তাজা রুটি ও ভূনাকৃত মাংস ছিলো। যা সে আমার পাশে বসে খেতে লাগলো, তাকে খেতে দেখে আমার খাওয়ার আগ্রহ প্রবল হয়ে গেলো। যখন সে খাওয়ার জন্য মুখের দিকে লোকমা উঠাতো, তখন ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও মন চাইতো মুখটা হা করে খুলে দেই যেন সে আমার মুখে এক লোকমা প্রবেশ করিয়ে দেয়। অবশেষে আমি আমার নফসকে খুব ধমক দিলাম, তুমি খাওয়ার জন্য অধৈর্য্য হইওনা, **আল্লাহ্ তায়ালা** আমার সাথে আছেন, চাই মৃত্যু আসুক আমি ঐ যুবক হতে চেয়ে কখনো আহার করবো না। হঠাৎ যুবকটি আমার দিকে তাকালেন এবং বলতে লাগলেন: "ভাই! আসুন, আমার সাথে, আপনিও খাবারে শরীক হোন"। আমি খেতে অস্বীকার করলাম। সে যখন খাওয়ার জন্য জোর করলো, তখন আমার নফস আমাকে খাওয়ার জন্য উৎসাহিত করলো। কিন্তু আমি এরপরও খেতে রাজী হলাম না। শেষ পর্যন্ত ঐ

যুবকের বারবার জোরাজোরিতে বাঁচতে না পেরে কিছু খেয়ে নিলাম। খেতে খেতে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো: "আপনি কোথাকার লোক"? আমি বললাম: "জিলানের"। সে বললো আমিওতো জিলানের লোক। আচ্ছা, বলুনতো, আপনি "প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ছাওমায়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পৌত্র আব্দুল কাদেরকে চিনেন?" আমি বললাম: "সেতো আমিই"। এটা শুনে সে ব্যাকুল হয়ে গেলো আর বলতে লাগলো। "বাগদাদে আসার সময় আপনার আম্মাজান আপনাকে দেওয়ার জন্য আমাকে ৮ টি স্বর্ণের আশরাফী মুদ্রা দিয়েছেন। বাগদাদে এসে অনেকদিন ধরে আপনাকে খুঁজছিলাম। কিন্তু কেউই আপনার ঠিকানা দিতে পারলো না। ইতোমধ্যে আমার সঙ্গে নিয়ে আসা সমস্ত টাকা শেষ হয়ে গেলো। এ অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো খাওয়ার কিছু মিলল না। আমার যখন ক্ষুধার তাড়নায় নিতান্ত দুর্বল হয়ে মৃত্যুর উপক্রম হলো, তখন নিরূপায় হয়ে আপনার আমানত হতে খরচ করে এই রুটিগুলো এবং ভূনা মাংস ক্রয় করেছি। হুযুর! আপনি স্বাচ্ছন্দে এগুলো আহার করুন কেননা এগুলো আপনারই সম্পদ, প্রথমে আপনি ছিলেন আমার মেহমান, আর এখন আমি আপনার মেহমান " বাকী মুদ্রা তাকে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রদান করতে করতে বললেন, "আমি আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী, ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়েই আপনার মুদ্রা দিয়ে খাবার ক্রয় করেছি। আমি অনেক খুশি হলাম। আমি (গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)

অবশিষ্ট খাদ্য ও কিছু মুদ্রা তাকে দিলাম। সে তা গ্রহণ করলো এবং চলে গেলো।

(আয যায়ল আলা তাবকাতিল হানাবিলাহ্, ৩য় খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

তলব কা মুহ তো কিছ কাবিল ছে উয়া গাউছ,
মগর তেরা করম কামিল হে ইয়া গাউছ। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আত্মত্যাগের মহান ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনাতে আমাদের জন্য উপদেশের অগণিত মাদানী ফুল রয়েছে, একবার তো ভেবে দেখুন! একদিকে আমাদের পীর ও মুরশীদ গাউছুল আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সীমাহীন দারিদ্রতা ও তীব্র ক্ষুর্ধাত থাকা সত্ত্বেও খাবার ও টাকা পয়সার ব্যাপারে অতুলনীয় আত্মত্যাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। অপরদিকে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রতি ভালোবাসার দাবিদার অনুপযুক্ত মুরীদ ক্ষুধার্ত থাকার তাওফিক তো দুরের কথা, গিয়ারবী শরীফের নিয়াযের বিরিয়ানী যখন সামনে এসে যায় তখন লোভ লালসা এত বেড়ে যায় যে, মন চায় ব্যস! সব খাবার আমিই খেয়ে নিই, মাংসের টুকরা নয় ভাতের একটি দানাও যেন হাতছাড়া না হয়। হে আশিকানে গাউছে আযম! আপনার যখনই কারো সাথে মিলেমিশে খাবার খাওয়ার সুযোগ হয়,বড় বড় লোকমা, না চিবিয়ে দ্রুত গিলে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: **"যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"** (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

খাওয়া ও মাংসের ভালো টুকরাগুলো নিজের দিকে টেনে নেয়ার লালসা আসে তবে আপন পীর ও মুরশীদ গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বর্ণিত ঘটনা সহ এ হাদীস শরীফও মনে মনে স্মরণ করুন **"যে ব্যক্তি ঐ বস্তুকে যা তার প্রয়োজন তা অপরকে দিয়ে দেয় তবে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন।"** (ইত্তেহাফুস সাদাত লিয যুবাইদী, ৯ম খন্ড, ৭৭৯ পৃষ্ঠা) এছাড়া ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ডের ৪৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত, হযরত সায়্যিদুনা আবু সুলায়মান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাদানী ফুলও গ্রহণ করে নিন: **"নফসের কোন আকাঙ্খাকে ত্যাগ করা সফসের জন্য ১২ মাসের রোযা ও রাতের ইবাদতের হতেও উপকারী"।**

(ইহ্ইয়াউল উলূম, ৩০ খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা, দারি সাদির বৈরুত)(ফয়যানে সুন্নাত (বাংলা), ১ম খন্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা)

মেরী হিরস কি আ-দতে বদ মিঠা দে, মেরে গাউছ কা ওয়াসেতা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১০) নিদ্রা দূর করার বিস্ময়কর ব্যবস্থাপত্র

ছরকারে গাউছুল আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নে'য়ামতের পর্যালোচনা এবং নিজের মুরিদদের উপদেশের জন্য বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি ২৫ বছর ইরাকের বিরানভূমিতে ভ্রমন করেছি। আর চল্লিশ বছর পর্যন্ত ইশার নামাযের ওযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছি। পনের বছর ধরে প্রতিদিন ইশার নামাযের পর নফল নামাযে এক খতম কুরআন শরীফ তিলোওয়াত করতাম। প্রথমে আমি আমার শরীরে রশি বেঁধে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

নিতাম তারপর তা একটি দেওয়ালের উপরের কুটির সাথে বেঁধে দিতাম, যখনই চোখে ঘুম আসতো রশির সাথে ঝটকা খেয়ে আমার চোখ খুলে যেতো। (বাহজাতুল আসরার, ১১৮ পৃষ্ঠা)

এক রাতে আমি নিয়মিত আমল সমূহ করার মনস্থ করলে নফস আমার মধ্যে অলসতারভাব সৃষ্টি করে অর্থাৎ কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে,পরে উঠে ইবাদত করার পরামর্শ দিলো। যেস্থানে অন্তরে এই ধারণা আসলো ঐ স্থানেই ঐ সময়ে এক পায়ে দাঁড়িয়েই আমি এক খতম কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে ফেললাম। (বাহজাতুল কাদেরীয়া)

গিরানে লাগি হে হামে লাগজিশে পা, সাম্ভালো! যয়ীফো কো ইয়া গাউছে আযম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গাউছুল আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ভালোবাসার দাবিদারগণ! আপনারা দেখলেনতো! ছরকারে বাগদাদ হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিভাবে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন, এখন আমরা যদি **আল্লাহ্**র পানাহ! পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও আদায় করতে না পারি তবে, আমরা কি রকম গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আশিক হলাম?

মুঝে আপনি উলফাতমে এয়ছা ঘুমা দে,
না পাও পীর আপনা পতা গাউছে আযম। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

(১১) সাহিবে কবরের সাহায্য

পীরদের পীর, রওশন যমীর, শেখ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জ্বিলহজ্ব মাসের ২৭ তারিখ, রোজ বুধবার, ৫২৯ হিজরীতে "শোনেযিয়াহ" এর কবরস্থানের মধ্যে নিজের সম্মানিত শিক্ষক হযরত সায়্যিদুনা শেখ হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাযার শরীফে আলিমদের ও দরবেশদের কাফিলার সাথে তাশরিফ আনলেন এবং অনেক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোয়া করলেন এমনকি সূর্যের কিরণ অত্যন্ত প্রখর হয়ে গেলো। যখন কবর হতে ফিরে আসলেন তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নূরানী চেহারায় আনন্দভাব প্রকাশ পেলো। যখন তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কাছে এরূপ দীর্ঘক্ষণ দোয়ার কারণ আরয করা হলো, বললেন: "১৫ই শাবান ৪৯৯ হিজরীতে রোজ জুমাবার, জুমার নামায আদায় করার জন্য এই মাযারে বিশ্রামরত আমার উস্তাদ সায়্যিদুনা হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে একটি কাফেলা জামেউর রুসাফাহ্‌র দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। পথিমধ্যে একটি নদীতে সেতু অতিক্রম করার সময় হঠাৎ করে শেখ হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমাকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দিলেন। প্রচন্ড শীতের দিন ছিলো। আমি بِسْمِ اللهِ পাঠ করে জুমার গোসলের নিয়্যত করে নিলাম এবং কোন রকমে পানি হতে উঠে আসলাম, আর আপন 'ছুফ' অর্থাৎ পশমী কাপড়েরর জুব্বা নিংড়িয়ে কাফেলার নিকট পৌঁছলাম। শেখ হাম্মাদ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর মুরীদগণ রসিকতা করতে লাগলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ তাদেরকে ধমক দিলেন, আর বললেন: “আমি আব্দুল কাদের হতে পরীক্ষা নিয়েছি এবং আমি তাকে পাহাড়ের মত অটল পেয়েছি। হুযুরে গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ আরও বলেন: আমি আমার শিক্ষক সায়্যিদুনা শেখ হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ কে তার নূরানী মাযারে হিরা জহরতের পোশাক পরিহিত, মাথায় ইয়াকুত পাথরের তাজ পরিহিত হাতে সোনার অলংকার আর পায়ে স্বর্ণের জুতো শরীফ পরিহিত অবস্থায় পেলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য যা দেখলাম তা হলো তাঁর ডান হাত অকেজো ছিলো! আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বললেন: “এই হলো ঐ হাত, যে হাত দিয়ে আমি আপনাকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দিয়েছিলাম। আপনি কি আমাকে ক্ষমা করবেন? যখন আমি ক্ষমা করে দিলাম তখন তিনি বললেন, **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে আমার জন্য দোয়া করুন যাতে আমার ডানহাত সুস্থ হয়ে যায়। অতএব **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে আমি দোয়া করতে রইলাম আর পাঁচ হাজার আওলীয়ায়ে কিরাম নিজ নিজ মাজারে আমীন বলতে লাগলেন এবং আমার সুপারিশ করতে রইলেন শেষ পর্যন্ত **আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁর ডান হাত সুস্থ করে দিলেন। এতে খুশী হয়ে তিনি আমার সাথে মুসাফাহা করলেন। বাগদাদে মুয়াল্লার মধ্যে যখন এই সংবাদ প্রসিদ্ধ হয়ে গেল, তখন সায়্যিদুনা শেখ হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর কিছু মুরীদ এর নিকট এটা কষ্টকর মনে হলো,তাই তারা সত্যায়নের জন্য

দরবারে গাউছিয়ায় হাজির হয় কিন্তু তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রভাব প্রতিপত্তির সামনে জিজ্ঞাসা করার সাহস হলো না। পীরদের পীর, রওশন যমীর, হুযুরে গাউছুল আযম দস্তগীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঐ লোকদের অন্তরের খবর জেনে নিলেন এবং গাউছে পাক স্বয়ং বললেন: "আপনারা দুজন শেখকে পছন্দ করে নেন, যারা আপনাদের এই মাসয়ালা সমাধান করে দিবেন।" সুতরাং এই ব্যাপারটি হযরত সায়্যিদুনা শেখ ইউসুফ হামদানী আর হযরত সায়্যিদুনা শেখ আব্দুর রহমান কুরদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যারা কাশফের অধিকারী ছিলেন। ব্যাপারটি তাদের কাছে সোপর্দ করা হলো। আর হুযুরে গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খিদমতে আরজ করা হলো, আমরা আপনাকে আগামী জুমা পর্যন্ত সুযোগ দিলাম যেন এই দুই হযরত আপনাকে সত্যায়িত করেন। হযরত সায়্যিদুনা গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: "আপনাদেরকে এই মজলিশ হতেও উঠতে হবে না, সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। এই কথা বলে হুযুরে গাউছে আযম, নিজের মাথা মোবারক নত করলেন। উপস্থিত লোকেরাও নিজেদের মাথা ঝুঁকালেন। ইতিমধ্যে হযরত সায়্যিদুনা শেখ ইউসুফ হামদানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খালি পায়ে দ্রুত তাশরীফ আনলেন এবং ঘোষণা করলেন: **আল্লাহ্ তায়ালার** হুকুমে এখনই আমার কাছে শেখ হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উপস্থিত হয়েছেন এবং হুকুম দিয়েছেন, "তাড়াতাড়ি শেখ আব্দুল কাদের জিলানীর মাদ্রাসায় গিয়ে সবাইকে এটা বলে দাও,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

"শেখ আব্দুল কাদের জিলানী আমার ব্যাপারে আপনাদেরকে যা বলেছেন তা সত্য।" ইত্যবসরে হযরত সায়্যিদুনা শেখ আব্দুর রহমান কুরদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও এসে গেলেন এবং তিনিও হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ হামদানীর মতই বললেন। এতে সকল লোকেরা হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। **(বাহজাতুল আসরার, ১০৭ পৃষ্ঠা)**

জু ওলী কবল থেহ ইয়া বাদ হুয়ে ইয়া হোঁগে,
ছব আদব রাখতে হে দিল মে মেরে আকা তেরা।
(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঈমান তাজাকারী ঘটনায় আমাদের জন্য হিকমতের অগণিত মাদানী ফুল রয়েছে। মোটকথা হচ্ছে, ওস্তাদ কিংবা পীর মুরশিদের পক্ষ হতে কখনো এ রকম কোন আচরণ পাওয়া গেলে যা বুঝে আসে না এমতাবস্থায় ধৈর্য্য ও সহনশীলতাকে আকড়ে ধরুন,এরকম যেন না হয় আপন ওস্তাদ ও পীরের বিরোধিতা করে নিজের আখিরাত বরবাদ হয়ে যায়। যেমনিভাবে আমাদের গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্মানিত উস্তাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এরূপ হাঁড় কাঁপানো কনকনে শীতের মধ্যে নদীতে ফেলে দিলেন, তা সত্ত্বেও গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ধৈর্য্য ধারণের সাথে সাথে জুমার গোসলের নিয়্যতও করে নিয়েছেন এবং কোন প্রকার অভিযোগ করেননি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

পীরও মুরশিদের উপর আপত্তি করা ধ্বংসের কারণ

নিঃসন্দেহে দ্বীনি যে ইলম অর্জনকারী আপন ইসলামী ওস্তাদের এবং যে মুরীদ নিজের পীর মুরশিদের কোন কথায় বা কাজে আপত্তি করে সে ইলমের ফয়েজ ও মারফত লাভ হতে বঞ্চিত হয় বরং ধ্বংসের গভীরগর্তে পতিত হয়। যেমন আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন “পীর-মুরশিদের আপত্তি করা থেকে বেচে থাকুন কেননা এটা মুরিদের জন্য প্রাণনাশকারী বিষতুল্য। এমন মুরীদ খুব কম রয়েছে, যে পীরের উপর আপত্তি করে সফলতা লাভ করেছে। পীরের আচরণ এমন যা মুরীদের বুঝে আসেনা সেসব ক্ষেত্রে খিযির عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর ঘটনা স্মরণ করুন কেননা তার থেকে ঐসব বিষয় প্রকাশ পেতো যা বাহ্যিকভাবে আপত্তিকর বিষয় ছিলো। (যেমন, গরিব মিসকিনদের নৌকা ছিদ্র করে দেয়া, নিষ্পাপ বাচ্চাকে হত্যা করা) অতঃপর তিনি যখন এর কারণ বর্ণনা করতেন, তখন প্রকাশ পেতো যে সঠিক হলো এটাই যা তিনি করেছেন। অনুরূপভাবে মুরীদকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, মুরশিদের যে কাজ আমার সঠিক বুঝে আসছেনা, মুরশিদের কাছে সেটার অকাট্য দলীল রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু কাসেম কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রিসালায়ে কুশাইরীতে বর্ণনা করেন: “আমি হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুর রহমান সুলামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে বলতে শুনেছি তাঁর শেখ হযরত আবু সাহল ছা'লুকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “যে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

নিজের পীরের কোন কথার মধ্যে "কেন?" বলবে সে কখনো সফলতা লাভ করতে পারবেন না।"

(রিসালায়ে কুশাইরীয়া, ৩২৬ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ৫১০-৫১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পীরে কামিল ও পীরে নাকিস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত আছে, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বরকতময় ফতোয়ার মধ্যে কেবল শর্তাবলি সম্পন্ন অর্থাৎ পীরে কামিলের ব্যাপারে বলা হয়েছে। যে পীর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনকারী সেতো মুরতাদ, আর যে সাহাবা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর অবমাননাকারী সে পথভ্রষ্ট ও বদ মাযহাব এসব পীরদের হাতে মুরীদ হওয়া না জায়িয ও গুনাহের কাজ। এছাড়া যে প্রকাশ্যভাবে কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয় বা বারবার সগীরা গুনাহকারী হয় তাকে ফাসিকে মুলিন তথা প্রকাশ্য ফাসিক বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ প্রকাশ্যভাবে নামায কাযা করে, নেশা দ্রব্য সেবণ করে, অসভ্য গালি গালাজ করে, বেপর্দা মহিলাদের সমাবেশে বসে, মহিলাদের দ্বারা হাত চুম্বন করায়, পা টেপায়, প্রকাশ্যভাবে ফিল্ম দেখে, দাঁড়ি মুন্ডন করে কিংবা এক মুষ্ঠি হতে কম রাখে এরা ফাসিকে মুলিন তথা প্রকাশ্য ফাসিক এমন পীরের মুরিদ হওয়া জায়িয নেই। দেখে শুনে মুরিদ হওয়া চাই। যেমনিভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র

প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ডের ২৭৮ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: পীরের জন্য চারটি শর্ত রয়েছে, মুরীদ হওয়ার পূর্বে এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা ফরয: (১) বিশুদ্ধ সুন্নী আকিদায় বিশ্বাসী হওয়া, (২) এতটুকু ইলমের অধিকারী হওয়া যাতে নিজের প্রয়োজনীয় মাসয়ালা মাসায়িল কিতাব থেকে খুজে বের করতে পারা, (৩) ফাসিকে মুলিন তথা প্রকাশ্য ফাসিক না হওয়া, (৪) তার তরীকতের সিলসিলা তথা ধারাবাহিকতা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া। (বাহারে শরীয়াত, ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ৬০৩ পৃষ্ঠা) যদি কোন পীরের নিকট এ চার শর্তাবলীর একটিও অপূর্ণ থাকে তবে এমন পীরের হাতে মুরীদ হওয়া জায়িয নেই। হ্যাঁ, কেউ যদি অজ্ঞতাবশতঃ এমন পীরের মুরীদ হয়ে থাকেন যার মধ্যে কোন শর্ত অপূর্ণ রয়েছে তবে তার বাইয়াত ভঙ্গ করা অপরিহার্য, এজন্য "পীরে নাকিস" কে অবগত করার প্রয়োজন নেই। এতটুকু বলা যথেষ্ঠ যে, আমি অমুকের বাইয়াত ভঙ্গ করছি বরং পীরের প্রতি আস্থা চলে যাওয়া অবস্থায় আপনা আপনিই বাইয়াত ভঙ্গ হয়ে যায়। এবার কোন শর্তাবলী সম্পন্ন পীরের কাছে বাইয়াত হতে পারবেন এবং এ পীরে কামিলকে এটাও বলার প্রয়োজন নেই যে, আমি অমুক পীরের বাইয়াত ভঙ্গ করে আপনার মুরীদ হচ্ছি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

কামিল (উপযুক্ত) পীরের বাইয়াত ভঙ্গ করার বিভিন্ন ক্ষতি

শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত পীরে কামিল তথা শর্তাবলী সম্পন্ন পীরের বাইয়াত ভঙ্গ করার প্রতি তরীকতের দৃষ্টিতে মারাত্মক বঞ্চিত হওয়া ও শরীয়াতের দৃষ্টিতেও কঠিন নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ বিষয়ে তরীকত বিষয়ক কিতাব সমূহে আউলিয়ায়ে কিরামদের অগনিত বাণী পর্যালোচনা করতে পারেন। শরীয়াতের দৃষ্টিতে নিষেধাজ্ঞা হওয়ার কারন হচ্ছে, এটা শরীয়াতের দৃষ্টিতে উপকারের প্রতিদান কমপক্ষে উপকারীর শুকরিয়া আদায় করা। পীরে কামিলের মুরীদ হওয়ার মাধ্যমে মানুষের সাথে আউলিয়ায়ে কিরামের সিলসিলার আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায় এছাড়া ফয়য অর্জনের একটি ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায় আর তরীকতের পথের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এবং অধিকাংশ সময় জীবনে মাদানী বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যায়, এসব বিষয়ের বিনিময়ে শুকরিয়া আদায়ের পরিবর্তে বাইয়াত ভঙ্গ করে দেয়া নিশ্চয় বড় অকৃতজ্ঞতা আর অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন শরীয়াতের দৃষ্টিতে অবৈধ। যেমনিভাবে হাদীসে পাকের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে: مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করলোনা সে **আল্লাহ্ তায়ালার**ও শুকরিয়া আদায় করলোনা। (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৯৬২) এছাড়া যখন কেউ একবার কোন কামিল পীরের বাইয়াত হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে ফয়য

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

পাওয়ার ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয়ে যায় যদিও অদম মুরিদের তা দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই যখন ফয়যের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায় তবে তা স্থায়ী রাখা চাই কেননা হাদীসে পাকের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে: مَنْ رُّزِقَ فِيْ شَيْءٍ فَلْيَلْزَمْهُ অর্থাৎ যাকে কারো কাছে হতে রিযক প্রদান করা হয়, সে এটাকে যেন অবশ্যই গ্রহণ করে। (শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৮৯পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৪১) অতএব যখন এক জায়গা থেকে ফয়য পাওয়া যাচ্ছে তবে তা অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এ বিষয়টিও স্মর্তব্য যে, আজকাল যখনই কেউ কারো বাইয়াত ভঙ্গ করে তথায় দু'টি বিষয়তো সাধারণত দৃষ্টিগোচর হয় বরং তৃতীয় একটি বিষয়ও দেখা যায়। প্রথম দু'টি বিষয় হচ্ছে, বাইয়াত ভঙ্গকারী আপন সাবেক পীরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে বাইয়াত ভঙ্গ করে আর মুসলমানদের বিশেষ করে পীরে কামিলকে তুচ্ছ মনে করা হারাম ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির কারণ। দ্বিতীয়, হারাম বিষয়টি হচ্ছে মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম। তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে যে সাধারণতঃ বাইয়াত ভঙ্গকারী সাবেক পীরের গীবত ও তার ব্যাপারে কুধারনার বশবর্তী হয় আর এভাবেই গুনাহের ধারাবাহিকতা দীর্ঘ রূপ ধারণ করে। মোট কথা, নিরাপত্তা ও মুক্তি তাতেই রয়েছে যে, একটি দরজাকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরা এবং সেটাতে অটল থাকা। বিনা কারনে যেন অহেতুক দুশ্চিন্তার শিকার না হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

কাদেরী সিলসিলার অনুসারীদের জন্য সুসংবাদের বাগদাদী ফুল

বাহজাতুল আসরার কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: পীরদের পীর, পীরে দস্তগীর, রওশন যমীর, কুতুবে রব্বানি, মাহবুবে সুবহানি, পীরে লাছানী, কিনদিলে নূরানী, শাহবাযে লা মাকানী, শেখ আবু মুহাম্মদ সায়্যিদ আব্দুল কাদের জিলানীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সুসংবাদ মূলক বাণী হচ্ছে: "আমাকে একটি বিশাল রেজিষ্টার দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে আমার সহচর এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুরীদদের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর আমাকে বলা হয়েছে এই সমস্ত লোককে আপনার কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন: আমি জাহান্নামের দারোয়ানকে শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: "জাহান্নামের মধ্যে কি আমার কোন মুরীদও আছে?" দারোয়ান উত্তর দিলো,"নাই" তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরও বলেন: আমার প্রতিপালক **আল্লাহ্** তায়ালার ইজ্জত ও মহত্বের শপথ, আমার সাহায্যকারী হাত আমার মুরীদের উপর এরূপ, যেরূপ আসমান, যমীনের উপর ছায়া প্রদানকারী। যদি আমার মুরীদ নেককার নাও হয়, তাতে কি হয়েছে? اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমিতো নেককার। আমার প্রতিপালক **আল্লাহ্ তায়ালা**র ইজ্জত ও মহত্বের শপথ! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আমর রব **তায়ালা**র দরবার হতে সরে যাবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এক একজন করে সকল মুরীদকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো না। (বাহজাতুল আসরার, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

ছরকারে বাগদাদ হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ্ তায়ালা** আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আমার মুরীদদেরকে এবং আমার সহচরদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যারাই নিজেকে আমার মুরীদ বলে দাবী করে আমি তাদেরকে কবুল করে নিজের মুরীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নিই, আর তাদের দিকে তাওয়াজ্জু তথা শুভ দৃষ্টি দিয়ে থাকি। আমি মুনকার নকীর হতে এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নিয়েছি যে, তারা যেন কবরের মধ্যে আমার মুরীদদেরকে ভয় প্রদর্শন না করে। (বাহজাতুল আসরার, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

ছুনা লা তাখাফ তেরা ফরমানে আলী!
গুলামো কি ডারছ বন্দী গাউছে আযম। (কাবালায়ে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মুরশিদের ১৬টি হক

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফিজ, আল ক্বারি ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মুরিদের উপর মুরশীদের হক অগণিত। সারাংশ হচ্ছে:

(১) মুরিদ মুরশিদের হাতে জীবিত মানুষ হয়েও মৃত লোকের মত হয়ে থাকবে। (২) তাঁর সন্তুষ্টি **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টি, তার অসন্তুষ্টি **আল্লাহ্**র অসন্তুষ্টি মনে করুন। (৩) নিজের মুরশিদকে নিজের ব্যাপারে

এ যুগের সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরাম হতে শ্রেষ্ঠ মনে করুন। (৪) যদি কোন নি'য়ামত বাহ্যত অন্যকারো হাতে অর্জন হয় তাও আপন মুরশিদের দান এবং তারই তাওয়াজ্জু তথা শুভদৃষ্টির মাধ্যমে হয়েছে মনে করুন। (৫) ধন সম্পদ, সন্তান, সন্ততি জীবন সবকিছু মুরশিদের নিমিত্তে ছদকা করতে প্রস্তুত থাকুন। (৬) তাঁদের কোন কোন বিষয় নিজের কাছে হয়ত শরীয়াতের বিপরীত মনে হতে পারে। এমন কি مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ) কবীরা গুনাহ্ও মনে হয় তথাপি তাতে কোন আপত্তি করবেন না। না অন্তরের কোন রকম কুধারণাকে স্থান দিবেন। বরং বিশ্বাস রাখুন যে, এটা আমারই বুঝার ভুল। (৭) অন্য মুরশিদকে যদি আসমানে উড়তেও দেখেন তথাপিও নিজের মুরশিদের হাত ছাড়া অন্য কারো হাতে হাত দেওয়াকে মারাত্মক আগুন মনে করুন। এক পিতা ছেড়ে দ্বিতীয় পিতা বানাবেন না। (৮) মুরশিদের সম্মুখে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। (৯) হাসাতো দুরের কথা তার সম্মুখে চোখ,কান,অন্তর, সবদিক থেকে মনোযোগী হোন। (১০) তিনি যা জিজ্ঞাসা করেন অত্যন্ত নম্র স্বরে পূর্ণ আদবের সাথে উত্তর প্রদান করে চুপ হয়ে যান। (১১) মুরশিদের কাপড়, বসার স্থান, সন্তান, বাড়ি, মহল্লা, শহরকে সম্মান করুন। (১২) তিনি যা হুকুম করেন, তাতে "কেন" শব্দটি কখনো বলবে না। আর কাজ সম্পাদন করতে দেরী করবেন না। বরং সকল কাজের উপর সেটাকে অগ্রাধিকার দেবেন। (১৩) তাঁর অনুপস্থিতে তার বসার স্থানে বসবেন না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

(১৪) মুরশিদের মৃত্যুর পরে তার স্ত্রীকে বিবাহ করবেন না। (১৫) মুরশিদ জীবিত থাকলে তাঁর সুস্থতার ও নিরাপত্তার জন্য সর্বদা দোয়া করুন। আর ইনতিকাল হয়ে গেলে প্রতি দিন তার নামে ফাতিহা ও দরূদের সাওয়াব পৌঁছাতে থাকুন। (১৬) তাদের বন্ধুকে বন্ধু, তাদের শত্রুদের শত্রু মনে করতে হবে। **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **তাঁর রসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরে পীরের এলাকাকে সমস্ত পৃথিবীর এলাকার উপর অন্তরে প্রাধান্য দিন এবং এসব বিষয়ের উপর অটল অবিচল থাকুন। যখন এরূপ করতে থাকবেন, সর্বদা **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত মাশাইখে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর সাহায্য, পার্থিব জীবনে, অন্তিম শয্যায়, কবরে, হাশরে, মিযানে, পুলসিরাতে, হাউযে কাউসার সহ সর্বস্থানে আপনার সাথে থাকবে। আপনার মুরশিদ যদি নিজে কিছু নাও হন, তবে মুরশিদের মুরশিদতো কিছু হন বা এই মুরশিদের মুরশিদতো কিছু তো হন বটে শেষ পর্যন্ত সিলসিলার ধারক (কাদেরীয়া) হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অতঃপর এই সিলসিলা হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এবং তাঁর থেকে **সায়্যিদুল মুরসালিন, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অতঃপর তার হতে মহান রব্বুল আলামীন পর্যন্ত ধারবাহিকভাবে পৌঁছে গেছে। হ্যাঁ এই কথা আবশ্যক যে, মুরশিদের নিকট বায়াতের চারটি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে। তবে তার সমস্ত সুধারণা কিছুটা সুফল বয়ে আনতে পারে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। (وَ اللهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ **আল্লাহ্ তায়ালা** অধিক জানেন।) **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ, ২৪তম খন্ড, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

তু হে উহ গাউছ কেহ হার গাউছ হে শায়দা তেরা,
তু হে উহ গাউছ কেহ হার গাইছ হে পিয়াসা তেরা।

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

৯ রবিউল আখির ১৪২৭ হিজরি

নাযারা হো দরবার কা গাউছে আযম

নাযারা হো দরবার কা গাউছে আযম,
মুঝে জামে উলফত পিলা গাউছে আযম,
করম কিজিয়ে ম্যায় বাগদাদ আঁউও,
মুঝে আপনি চৌকাট কা কুত্তা বানালো,
তেরে আস্‌তা কা হোঁ মাংগতা গুজারা,
গুনাহো কা বার আপনে ছরপর উঠা কর,
ইলাজ আখির আয় মুরশিদী কব করেঙ্গে,
গুনাহগার হো গর আযাবো নে গেরা,
নযর মুরশিদী তেরী জানিব লাগী হে,
জাহা মে জিয়ো সুন্নাতো কে মোতাবেক,
দিখা নিলা গুম্বদ দিখা গাউছে আযম।
রহো মাস্‌ত ও বেহুদ সদা গাউছে আযম।
মেরে পীর কা ওয়াসেতা গাউছে আযম।
হামিশা রহো বা-ওয়াফা গাউছে আযম।
হে টুক্‌ড়ো পে তেরে মেরা গাউছে আযম।
পিরোঁ কব তলক জা-বজা গাউছে আযম।
গুনাহো কে বিমার কা গাউছে আযম।
তো হোগা মেরা হায়! কিয়া গাউছে আযম।
আযাবো ছে লেনা বাঁচা গাউছে আযম।
মদীনে মে হো খাতেমা গাউছে আযম।

হো আত্তার কি বে সবব বখশিশ আক্বা,
ইয়ে ফরমায়িয়ে হক ছে দোয়া গাউছে আযম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী উদ্দেশ্য তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা